গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
আইন শাখা-১
পরিবহণ পুল ভবন (কক্ষ নং-৯১২)
সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।
www.tmed.gov.bd

পত্র সংখ্যা-৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.১১০.২০-৪০

তারিখঃ ১৩ মাঘ ১৪২৭ ব.
২৭ জানুয়ারি ২০২১ খ্রি.

বিষয়ঃ মহামান্য হাইকোর্টের রিট পিটিশন নং- ১০৩৭৫/২০১৪ মামলার ২৭/০১/২০২০ খ্রি. তারিখের রায়/আদেশের আলোকে সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার 'হাজী আক্রাম আলী দাখিল মাদ্রাসা'র সহকারী সুপার জনাব মো: কামাল হোসেন-কে এমপিওভুক্তকরণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

সূত্র:
(১) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ এর স্মারক নং- উনিঅ/দ:সু:/শিক্ষা/৪(৮)/০৮/৪৩৭, তারিখ: ১০/০৪/২০১১খ্রি.
(২) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ এর স্মারক নং- উনিঅ/দ:সু:/শিক্ষা/৪(৮)/০৮/৪৩৮, তারিখ: ১০/০৪/২০১১খ্রি.
(৩) মাউশিঅ'র স্মারক নং- কম:সেল-২১৩/২০১১, তারিখ: ১৮/১০/২০১১খ্রি
(৪) ওএম-০২/বি:/১২/৩২৮/৩-বিশেষ, তারিখ: ২৩/০১/২০১৩খ্রি.
(৫) ওএম-০২/বিশেষ/১২/১১২০/৬-বিশেষ, তারিখ: ১৯/০২/২০১৩খ্রি.
(৬) ডিএমই'র স্মারক নং-৫৭.২৫.০০০০.০০৫.০৫.০০৬.২০.১৮৬, তারিখ: ০৩/১২/২০২২০খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলাধীন 'হাজী আক্রাম আলী দাখিল মাদ্রাসা'য় সহকারী সুপার পদে জনাব মো: কামাল হোসেন-কে ১৬/০৪/২০০৩খ্রি. তারিখে নিয়োগ প্রদান করা হয় এবং ২৭/০৪/২০০৩ তারিখে তিনি যোগদান করেন।

২। অত:পর ২০১০ সালে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি এমপিওভুক্ত হওয়ার সময় প্রতিষ্ঠানের সুপার কর্তৃক সহকারী সুপার (জনাব মো: কামাল হোসেন)-এর নাম বে আইনীভাবে বাদ দেয়া হয়েছে মর্মে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ বরাবর অভিযোগ করা হয়।

৩। উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে সহকারী কমিশনার (ভুমি) কর্তৃক বিষয়টি সরজমিনে তদন্ত করে ২২/২/২০১১খ্রি. তারিখে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ বরাবর দাখিল করা হয় মর্মে সূত্রোক্ত (১) নং স্মারকমূলে ইউএনও কর্তৃক জারীকৃত পত্র হতে প্রতীয়মান হয়।

৪। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনে সুপার কর্তৃক সম্পাদিত অনিয়ম (জনাব কামাল হোসেন-কে বে-আইনীভাবে এমপিও হতে বাদ দেয়া) প্রমাণিত হওয়ায় উপজেলা, নির্বাহী অফিসার, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ কর্তৃক কতিপয় বিষয় স্পষ্টিকরণসহ প্রতিষ্ঠানের সুপার-কে কারণ দর্শানোর জন্য ১০/০৪/২০১১খ্রি. তারিখে সূত্রোক্ত (১) নং পত্র জারি করা হয়। উক্ত কারণ দর্শানো পত্রের স্পষ্টীকরণের বিষয়সমূহ নিম্নরুপ-

(i) জনাব মো: কামাল হোসেন ২০০৩ সালে উক্ত মাদ্রাসায় সহকারী সুপার পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে ২০১০ সাল পর্যন্ত চাকুরী করার পরও তথ্য গোপন করে তাকে এমপিওভুক্ত হওয়া থেকে সুপার কর্তৃক বঞ্চিত করা হয়েছে

(ii) কোন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না করে এবং নিয়োগের বিধানাবলী উপেক্ষা করে মাদ্রাসার সুপারের স্ত্রী নার্গিস মনিরসহ খাজা মইনুদ্দিন, মঞ্জুরুল ইসলাম, রফিকুল ইসলাম ফকির ও আবু ইউসুফকে শিক্ষক পদে এবং ফারুক আহম্মদকে করণিক পদে নিয়োগ দিয়ে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে।

(iii) জনাব হোসেন আহমদকে জাল সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে চাকুরী দেয়া হয়েছে।

(iv) ২০০৩ সালে জনাব মো: কামাল হোসেন-কে উক্ত মাদ্রাসায় নিয়োগ দেয়া সত্ত্বেও বিষয়টি মিথ্যা প্রমাণের অপচেষ্টা হিসেবে মাদ্রাসার সুপারের নির্দেশে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে শিক্ষক হাজিরা খাতা ও শিক্ষকদের বেতন গ্রহণের রেজিস্ট্রারে পরিবর্তন করা হয়েছে।

৫। উল্লেখ্য- এমপিওভুক্তি থেকে বেআইনীভাবে বাদপড়া এবং ২০০৩ সাল হতে কর্মরত শিক্ষক জনাব মো: কামাল হোসেন বিধি মোতাবেক নিয়োগপ্রাপ্ত। তাকে (জনাব মো: কামাল হোসনে)-কে এমপিওভুক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন করা হয়। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি-কে নির্দেশনা দিয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক ১০/৪/২০১১খ্রি. তারিখে সূত্রোক্ত (২) নং স্মারকে পত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত পত্রের কপি ডিজি, মাউশিঅ বরারব প্রেরিত হয়েছে।

৬। ফলে একই অভিযোগের বিষয়ে ডিজি, মাউশিঅ এর নির্দেশনা অনুযায়ী অফিসার্স ইনচার্জ, কমার্শিয়াল এডুকেশন সেল, মাউশিঅ কর্তৃক তদন্ত করে গত ১৮/১০/২০১১খ্রি. তারিখে সূত্রোক্ত (৩) নং স্মারকমূলে মাউশিঅ এর সহকারী পরিচালক বিশেষ শাখা বরারব প্রেরণ করা হয়।

৭। মাউশিঅ'র তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনেও জনাব মো: কামাল হোসেন-কে উক্ত প্রতিষ্ঠানের বৈধ সহকারী সুপার হিসেবে নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনাসহ বিধি মোতাবেক তাকে সহকারী সুপার হিসেবে এমপিওভুক্তির নিমিত্ত ম্যানেজিং কমিটিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হয়।

৮। পরবর্তীতে আলোচ্য হাজী আক্রাম আলী দাখিল মাদ্রাসা'য় সহকারী সুপার পদে জনাব মো: কামাল হোসেন এর এমপিওভুক্ত করার আবেদন প্রেরণ করার জন্য ডিজি, মাউশিঅ হতে ২৩/০১/২০১৩ খ্রি. তারিখে সূত্রোক্ত (৪)নং স্মারকমূলে জেলা শিক্ষা অফিসার, সুনামগঞ্জ ও প্রতিষ্ঠানের সুপারসহ সভাপতিকে পত্র দেয়া হয়।

৯। বারবার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান সত্ত্বেও সুপার কর্তৃক সহকারী সুপার, জনাব মো: কামাল হোসেন এর এমপিওভুক্তির প্রস্তাব প্রেরণ না করায় ডিজি, মাউশিঅ হতে ১৯/০২/২০১৩ খ্রি. তারিখে সূত্রোক্ত (৫) নং স্মারকমূলে সুপার-কে কারণ দর্শানো এবং সহকারী সুপারের (জনাব মো: কামাল হোসেন কে) এমপিও প্রস্তাব প্রেরণসহ এবতেদায়ী কারীর মূল সনদ প্রদর্শনের জন্য সুপার বরাবর পত্র পেরণ করা হয়।

চলমান পাতা নং-০২

১০। উক্ত কারণ দর্শানো পত্র জারীর পর এ বিষয়ে কি কি কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে এ সম্পর্কে কোন তথ্য আবেদনের সাথে পাওয়া যায়নি। তবে সুপার-কে কারণ দর্শানোর পরেও কোন প্রতিকার (সহকারী সুপার-কে এমপিওভুক্তির পদক্ষেপ গ্রহন) না পাওয়ায় জনাব মো: কামাল হোসেন কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং-১০৩৭৫/২০১৪ মামলা দায়ের করা হয়।

১১। উক্ত রিট পিটিশন নং- ১০৩৭৫/২০১৪ মামলায় মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক গত ১১/০৭/২০১৯খ্রি. তারিখে ঘোষিত রায়/আদেশ এর অংশ বিশেষ নিম্নরুপ-

"Accordingly, the Rule is disposed of with direction upon the respondent No. 9. Director General. Directorate of Madrasha Education, 37/3/A Eskaton Garden Road, Raman, Dhaka and the Respondent No. 10. Chairman, Bangladesh Madrasha Education Board. 13-14 Joynag Road, Bokshi Bazar, Dhaka to take nceessary step against the respondent No. 8 as well as the then member fo the Governing body if any in accordance with the law. We also direct the respondent No 9 to enlist the name of the petitioner in the MPO list and release the salary of the petitisoner in accordance with law within 3(three) months from the date fo reccipt of this order without any fail.

১২। রিট মামলার উক্ত রায়ের কপিসহ জনাব মো: কামাল হোসেন কর্তৃক এমপিওভুক্তির জন্য সচিব, টিএমইডি বরারব আবেদন দাখিল করা হয়। ইতিপূর্বে ২৪/০৯/২০২০খ্রি. তারিখেও এমপিওভুক্তির জন্য সচিব, টিএমইডি বরাবর আবেদন করা হয়েছিল।

১৩। ইতোমধ্যে উক্ত রিট মামলার রায়ের বিরুদ্ধে সিপিএলএ দায়েরের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ বিজ্ঞ প্যানেল আইনজীবীকে নির্দেশনা দিয়ে ডিএমই হতে গত ০৩/১২/২০২০খ্রি. তারিখে সূত্রোক্ত (৬) নং স্মারকমূলে পত্র জারি করা হয়েছে মর্মে দেখা যায়। উক্ত নির্দেশনার আলোকে বিজ্ঞ প্যানেল আইনজীবী কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থার তথ্যাদি জানা যায়নি।

১৪। সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে-

(i) পিটিশনার জনাব মো: কামাল হোসেন সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলাধীন 'হাজী আক্রাম আলী দাখিল মাদ্রাসা'য় ১৬/০৪/২০০৩খ্রি. তারিখে বিধি মোতাবেক সহকারী সুপার পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং ২৭/০৪/২০০৩ তারিখে তিনি যোগদান করেন।

(ii) ২০১০ সালে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি এমপিওভুক্ত হওয়ার সময় প্রতিষ্ঠানের সুপার কর্তৃক সহকারী সুপার (জনাব মো: কামাল হোসেন)-এর নাম বে-আইনীভাবে বাদ দেয়া হয়। যা উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ এবং ডিজি, মাউশিঅ হতে সহকারী পরিচালক (বিশেষ শিক্ষা) কর্তৃক সম্পন্নকৃত তদন্তে স্পষ্ট হয়।

(iii) উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নির্দেশে সম্পন্ন হওয়া তদন্তের Finindings মতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ কর্তৃক সুপার-কে কারণ দর্শানো হয় এবং এমপিওভুক্তি থেকে বে- আইনীভাবে বাদপড়া এবং ২০০৩ সাল হতে কর্মরত শিক্ষক জনাব মো: কামাল হোসেন-কে এমপিওভুক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি-কে পত্র প্রেরণ করা হয়। তবে উক্ত আদেশ বাস্তবায়িত হয়নি।

(iv) একইভাবে সহকারী সুপার পদে জনাব মো: কামাল হোসেন এর এমপিওভুক্তির আবেদন প্রেরণ করার জন্য ডিজি, মাউশিঅ হতেও জেলা শিক্ষা অফিসার, সুনামগঞ্জ ও প্রতিষ্ঠানের সুপারসহ সভাপতিকে পত্র দেয়া হয়। তথাপি সুপার কর্তৃক সহকারী সুপার এর এমপিওভুক্তির প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়নি, যা সরকারি বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অমান্য করা যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। উক্ত নির্দেশনা অমান্য করায় ডিজি, মাউশিঅ হতে সুপার-কে কারণ দর্শানো হয়েছে মর্মে দেখা যায়, তবে সুপারের উপর শাস্তি হওয়ার কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি।

(v) বিধি মোতাবেক নিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী সুপার ও পিটিশনার জনাব মো: কামাল হোসেন-কে এমপিওভুক্তির প্রস্তাব প্রেরণ না করায় সরকার পক্ষ (উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ডিজি, মাউশিঅ উভয়) কর্তৃক দুর্নীতিগ্রস্ত সুপার এর বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে বিধি মোতাবেক নিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী সুপার ও পিটিশনার জনাব মো: কামাল হোসেন-এর এমপিওভুক্তির প্রস্তাব প্রেরনের জন্য মাদ্রাসার সভাপতি বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তবে জনাব মো: কামাল হোসেন এর এমপিওভুক্ত হওয়ার কোন তথ্য নেই।

(vi) উল্লেখ্য- (ডিএমই কর্তৃক ০৩/১২/২০২০খ্রি. তারিখে ১৮৬ নং স্মারকের উপর কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্য জানার জন্য) টেলিফোন মারফত ডিএমই'র আইন শাখা হতে (১০/০১/২০২১খ্রি.) রিট পিটিশন নং-১০৩৭৫/২০১৪ মামলার ১১/০৭/২০১৯খ্রি. তারিখের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের হয়নি মর্মে অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইন) টেলিফোন মারফত নিশ্চিত হয়েছেন।

(vii) উল্লিখিত প্রেক্ষাপটে রিট পিটিশন নং-১০৩৭৫/২০১৪ মামলার গত ১১/০৭/২০১৯খ্রি. তারিখের রায়/আদেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়েরের পরিবর্তে রায় বাস্তবায়ন তথা পিটিশনার জনাব মো: কামাল হোসেন-কে এমপিওভুক্ত করা এবং সরকারি বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অমান্য করায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের সুপার (জনাব মো: রফিকুল ইসলাম, ইনডেক্স নং-২০২৬০০৯) এর বিরুদ্ধে "বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাদ্রাসা) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা, ২০১৮ (২৩/১১/২০২০খ্রি. পর্যন্ত সংশোধিত) এর ১৮.১ (খ) ও (গ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা ন্যায়ানুগ ও আইনানুগ হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৫। যেহেতু উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ এবং ডিজি, মাউশিঅ এর নির্দেশনা অনুযায়ী সম্পন্ন হওয়া তদন্তে জনাব মো: কামাল হোসেন-এর নিয়োগ (সহকারী সুপার হিসেবে) যথাযথ প্রমাণিত হয়েছে। মাউশিঅ কর্তৃক নির্দেশনা (তৎকালীন মাদ্রাসার জনবল এমপিওভুক্তির কার্যক্রম মাউশিঅ কর্তৃক সম্পাদিত হতো) প্রদান সত্ত্বেও সুপার কর্তৃক বে-আইনীভাবে সহকারী সুপার-কে এমপিওভুক্তির প্রস্তাব করা হয়নি মর্মে প্রমাণিত। অধিকন্তু রিট পিটিশন নং- ১০৩৭৫/২০১৪ মামলায় জনাব মো: কামাল হোসেন-কে এমপিওভুক্তির জন্য আদেশ দেয়া হয়েছে সেহেতু ন্যায় বিচারের স্বার্থে জনাব মো: কামাল হোসেন-কে সহকারী সুপার হিসেবে এমপিওভুক্ত করা প্রয়োজন।

চলমান পাতা নং-০৩

১৬। এক্ষণে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক-

(ক) রিট পিটিশন নং-১০৩৭৫/২০১৪ মামলার গত ১১/০৭/২০১৯খ্রি. তারিখের রায়/আদেশের আলোকে **আগস্ট/২০১৯ মাস** হতে (রিট মামলার রায় ঘোষণার পরের মাস হতে) সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলাধীন 'হাজী আক্রাম আলী দাখিল মাদ্রাসা'য় সহকারী সুপার জনাব মো: কামাল হোসেন কে এমপিওভুক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(খ) সরকারি বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অমান্য করায় এবং বিভিন্ন অনিয়ম ও দূর্নীতি করায় (তদন্ত প্রতিবেদন অনুসারে) হাজী আক্রাম আলী দাখিল মাদ্রাসা'র সুপার (জনাব মো: রফিকুল ইসলাম, ইনডেক্স নং-২০২৬০০৯)-এর বিরুদ্ধে "বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাদ্রাসা) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা, ২০১৮ (২৩/১১/২০২০খ্রি. পর্যন্ত সংশোধিত) এর ১৮.১ (খ) ও (গ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(গ) জনাব মো: কামাল হোসেন-কে এমপিওভুক্ত করা হলে রিট পিটিশন নং-১০৩৭৫/২০১৪ মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আপীল দায়েরের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না বিধায় ডিএমই কর্তৃক আপিল দায়ের কার্যক্রম বন্ধকরণ;

১৭। এমতাবস্থায়, উল্লিখিত নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিতক্রমে তথ্য (প্রমাণকসহ) আগামি ১৮/০২/২০২১ খ্রি. তারিখের মধ্যে টিএমইডি-কে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে মহোদয়-কে অনুরোধ করা হলো।

(মো: আ: খালেক মিঞা) ২৭/০১/২০২১
সিনিয়র সহকারী সচিব (আইন)
ফোন: ৪১০৫০১৫৭

মহাপরিচালক
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, গার্লস গাইড হাউজ (৭ম ও ১০ম তলা)
নিউ বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। সিস্টেম এনালিস্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (পত্রটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
৩। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত সচিব (মাদ্রাসা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। জনাব মো: কামাল হোসেন, সহকারী সুপার, হাজী আক্রাম আলী দাখিল মাদ্রাসা, ডাকঘর- উজারীগাঁও, উপজেলা- দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, জেলা- সুনামগঞ্জ।
৬। অফিস কপি/মাষ্টার কপি।